দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 AUG 1988
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

040

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

এস,পি,পি,এম হাই স্কুলের সাম্প্রতিক নিয়োগ প্রসঙ্গে—

গত ১৯৮৭ সনের শেষের দিকে ছাতকস্থ মণ্ড এণ্ড কাগজ কারখানার হাই স্কুলে কিছু সংখ্যক শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আমি শিক্ষক গ্রেড '৩' পদের জন্য আবেদন করি এবং গত ২১শে মার্চ লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করি। জুন মাসের শেষের দিকে যখন ঐ পদে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয় তখন দেখা গেল সার্কুলার মোতাবেক যোগ্যতাসম্পন্ন কোন প্রার্থী নিয়োগপত্র পাননি। শিক্ষক গ্রেড নম্বর ৩ পদের সার্কুলার ছিল প্রার্থীকে এস এস সি/এইচ এস সি পাস তৎসহ কোন অনুমোদিত পি, টি, আই হতে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অবশ্যই হতে হবে এবং কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ বৎসর শিক্ষাদানের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সার্কুলারে একটি পদের কথা উল্লেখ থাকলেও দু'জনকে নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয়েছে। যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন তারা সবাই এইচ এস সি পাস, সার্কুলারে ঘোষিত অন্যান্য যোগ্যতা তাদের নেই, অথচ আমিসহ আরও ৩ জন যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিযোগীও সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করেছিলাম, তবে কি আমার মত অন্যান্য যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের সকলেরই সাক্ষাৎকার সন্তোষজনক না হয়ে যাদের যোগ্যতা কম (সার্কুলার অনুযায়ী) তাদের সাক্ষাৎকারই সন্তোষজনক হয়েছে?

যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বাদ দিয়ে কেন সার্কুলারে ঘোষিত যোগ্যতা যাদের নেই তাদের নিয়োগ করা হল—এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ জবাব দিবেন কি?

প্রীতি দেব,
শিক্ষিকা, সিকান্দরপুর
সরঃ-প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রাসপুর, ছাতক।

এম, বি, বি, এস পরীক্ষার ফল প্রকাশে অতি বিলম্ব

আমরা গত মে মাসে অনুষ্ঠিত ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছিলাম, পরীক্ষা শেষ হয়েছিল ১৮ই জুন—অথচ এর ফলাফল সম্বলিত গেজেট আজও বরিশাল পৌছেনি। যদিও পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করার কথা। এদিকে গেজেট না আসা পর্যন্ত নতুন পাস করা ডাক্তাররা হাসপাতালে যোগদান করতে পারছেন না। অপরদিকে পূর্ববর্তী নিয়মিত ব্যাচের প্রশিক্ষণ অনেক পূর্বেই শেষ হয়েছে। ফলে হাসপাতাল প্রায় ডাক্তারশূন্য থাকায় দুর্ভোগ বেড়েছে অসহায় গরীব রোগীদের। তাছাড়া অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা আগামী ১লা সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে ধারণা। সেজন্য অধ্যক্ষের কাছ হতে টেলিফোনে প্রাপ্ত রেজাল্ট অনুসারে আমরা গত ৮ই আগষ্ট ফর্ম পূরণ করেছি। অথচ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে সে ব্যাপারে আমরা এখনও নিশ্চিত নই। গত ৪ঠা আগষ্ট ঢাকায় ফল প্রকাশিত হয়েছে বলে আমরা জেনেছি। উক্ত গেজেট দেখে আসা কিছু বন্ধুবান্ধবের দেয়া তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষের দেয়া রেজাল্টে বেশ গরমিল লক্ষ্য করা যায়। তাই এখনও অনিশ্চিতের ওপর ভর করে এত অল্প সময়ে মেডিসিন-সার্জারীর মত বিশাল বিষয়ের ওপর পরীক্ষা দেয়া কত দুরূহ ব্যাপার সেটা কর্তৃপক্ষের না জানা থাকার কথা নয়। এমনটি একাধিক্রমে ঘটে চলেছে। এমন অনিয়ম চলতে থাকলে শুধু পরীক্ষা পিছায়ে জটিল সেশন জট সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করে তোলা হবে। অথচ একটু সজাগ হলে এতটা সমস্যা সৃষ্টি হবে না। তাই এদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রবীর কুমার বসু
শেখ মোঃ জুলফিকার
২/২০৪, মেডিক্যাল হোষ্টেল,
বরিশাল।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

গত ৪-৮-৮৮ তারিখের দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকা থেকে জানা গেল যে, দুর্নীতি, জালিয়াতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অযোগ্যদের নিয়োগের কারণে প্রাথমিক শিক্ষক-নিয়োগের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের বিকেন্দ্রীকৃত উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা বাতিল করে কেন্দ্রায়ণ করা হয়েছে। একই সংগে আপাততঃ তিনশ' প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে এবং আরও অনেকের বিরুদ্ধে তদন্ত অব্যাহত আছে যা শেষ হলে নিয়োগ বাতিলের অংক বাড়বে বলে বোঝা যায়। নতুন নিয়মে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র পরীক্ষিত হবে। উপজেলা পরিষদই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন, কিন্তু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও জেলা শিক্ষা অফিসারের তত্ত্বাবধানে। দেরীতে হলেও কর্তৃপক্ষের এই মন্দের ভাল সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য সরকারী কর্ম কমিশন একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারে। সরকারী কমিশনকে এতদুদ্দেশ্যে সৎ এবং দক্ষ জনশক্তি দিয়ে সুসজ্জিত করা প্রয়োজন। দেশের সকল নিয়োগ ক্ষমতা কেন্দ্রায়ণের জন্য আমার সীমিত জ্ঞানে নিম্নে একটি রূপরেখা পেশ করছি: (১) দেশের সকল ধরনের নিয়োগের জন্য সরকারী কষ্ট কমিশনকে যথেষ্ট মোকাবেলার ব্যবস্থা করতে হবে, (২) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ষান্মাষিক/বার্ষিক ভিত্তিতে তাদের পরবর্তী ষান্মাষিক/বার্ষিক জনশক্তির চাহিদা সরকারী কর্ম কমিশনে পেশ করবেন, (৩) সরকারী কর্মকমিশন সকল চাহিদা একীভূত করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন একটি নির্দিষ্ট দিন/সপ্তাহের সকল কাগজপত্রে যার উল্লেখ রেডিও টেলিভিশনের সংবাদে থাকবে। এতে চাকরি খোঁজার জন্য পাস করার পর শহর নির্ভর থাকার/নিয়মিত সংবাদপত্র কেনার বা পড়ার প্রয়োজন হবে না, (৪) প্রশ্নপত্র সাধারণতঃ বাংলা, অংক, ইংরেজী (প্রয়োজনে) ও সাধারণ জ্ঞানে সীমিত থাকবে। তবে অফিসার নিয়োগের বেলায় বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা একটি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে থাকবে। পদের ধরন অনুযায়ী নিয়োগের জন্য আলাদা বিষয় থাকতে পারে কিন্তু আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বাংলা ও সাধারণ জ্ঞান বাদ রাখা চলবে না, (৫) একদিনেই যদি পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্ভব হয় (অর্থাৎ তিন ঘন্টায়/দুই ঘন্টায়) তাহলে পরীক্ষা বিকেল দুটো থেকে নেয়া যায়—যাতে চাকরি প্রার্থীদের পরীক্ষা স্থলে থাকা/রাত্রিযাপন করতে না হয়। (৬) মৌখিক পরীক্ষার সময়ে মনোবিজ্ঞানী/অপরাধ বিশেষজ্ঞ রাখতে হবে, (৭) চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রার্থী কোন্ প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকরি করতে ইচ্ছুক তার অগ্রাধিকার ভিত্তিক অপশন নিয়ে মেধার ক্রমঅনুসারে অপশনকে কার্যকরী করতে হবে (উদাহরণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পদ্ধতি)। প্রার্থীর অপশন অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগদানের জন্য নিয়োগপত্র দেবেন যার একটি অনুলিপিও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উক্ত প্রতিষ্ঠানেও প্রেরণ করবেন। বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে উন্নততর ফর্মুলা দিতে পারবেন।

প্রাথমিক শিক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে যোগ্যরা নিয়োজিত হন, তৈরী করুন যোগ্য নাগরিক—যারা জাতির উন্নতিতে সঠিক নেতৃত্ব দেবেন।

আবদুল মজিদ খান
শাখানিয়ন্ত্রণ বিভাগ,
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০।